

সুনামগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হেফাজতে ইসলামীর হামলা-ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনার

তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ-কমরেড খালেকুজ্জামান বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান ১৮ মার্চ ২০২১ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে উগ্র ধর্মাত্মক মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হেফাজতে ইসলামীর সন্ত্রাসী হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দায়ীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, হেফাজত নেতা মামুনুল হকের একটি সাম্প্রদায়িক উসকানীমূলক বক্তব্য নিয়ে ফেসবুকে এক সনাতন ধর্মাবলম্বি যুবক স্ট্যাটাস দেয়ায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে পুলিশ ওই যুবকের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করার পরও হেফাজত ও মামুনুলের সমর্থক ধর্মাত্মক গোষ্ঠী মিছিল করে লাঠিসোটা নিয়ে ওই যুবকের বাড়িসহ গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। হামলার আগে তারা মাইকে গ্রামবাসীকে হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলার জন্য আহ্বান জানায়। এই হামলায় হেফাজতের সাথে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করে। এ ঘটনা থানা পুলিশকে জানানোর পরও পুলিশ অনেক বিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দুকৃতিকারীদের নির্বিঘ্নে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এমনকি আমাদের অতি পারঙ্গম আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও হামলাকারী কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ফলে ওই হামলার দায় সুনামগঞ্জের সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন এবং সরকার কোনমতেই এড়াতে পারে না।

বিবৃতিতে বলা হয়, মুক্তচিন্তার মানুষ, সাংবাদিকসহ জনসাধারণ সরকারের দুর্নীতি-দুঃশাসন-লুটপাটের সমালোচনা করলে, পত্রিকা বা সামাজিক মাধ্যমে বক্তব্য দিলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হয়, নির্যাতনের পর চিকিৎসা না পাওয়ায় কারাগারে লেখক মুশতাককে জীবন দিতে হয়েছে। কার্টুনিস্ট কিশোর নির্যাতনের ফলে বধির ও পঙ্গু হয়ে যায়। অথচ ওই ধর্মাত্মক হেফাজত নেতা মামুনুল হক প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের ভাষ্কর্য ভাঙার ঘোষণা দেয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকানীমূলক বক্তব্য প্রদান এবং ওয়াজ-মাহফিলে নারীর প্রতি চরম অপমানজনক বক্তব্য দেয়ার পরও তাকে গ্রেফতার করা হয় না বরং ওই মৌলবাদী হেফাজতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় কথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার।

বিবৃতিতে খালেকুজ্জামান বলেন, একদিকে সরকার ঢাক ঢোল বাজিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, সম্পত্তি দখল চলাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। অতীতে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তারা এই একই কাজ করেছে।

বিবৃতিতে খালেকুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতাব্যবস্থার শাসক শ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুল্লিষ্ঠ করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ পরিচালনা করায় আমাদের এ হাল দাঁড়িয়েছে। এখানে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির একাংশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যবসা অপর অংশ ধর্মের ব্যবসা করেছে।

খালেকুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা শোষণমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সকল বাম-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সুনামগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হেফাজতে ইসলামীর হামলা-ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনার প্রতিবাদ এবং দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাসদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত



বরিশাল



নারায়ণগঞ্জ



রংপুর



সিলেট